EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বক্তৃতা

ঢাকা, ২৯শে মে -- যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৮শে মে, বুধবার ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন:

ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী, জেনারেল গোলাম কাদের, কূটনৈতিক মিশনসমূহের সদস্য, সম্মানিত অতিথি, বন্ধু ও সহকর্মীবৃন্দ -- আস্‌সালামু আলাইকুম। শুভ সন্ধ্যা।

যুক্তরাষ্ট্র ৪ঠা জুলাইয়ে তার জন্মদিন উদযাপন করে থাকে। ১৭৭৬ সালের এই দিনে ফিলাডেলফিয়ায় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে মিলিত হয়ে আমেরিকানরা জানায় তারা কেন গ্রেট বৃটেন থেকে তাদের দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। তারা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে এই নীতি সন্নিবেশ করে যে, সরকারসমূহ "শাসিতের সম্মতি থেকে তাদের ন্যায্য ক্ষমতা লাভ করুক।" তারা যুক্তরাষ্ট্র নামে একটি নতুন দেশের জন্ম দিল।

আজ আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ২৩২তম জন্মদিন উদযাপন করছি।

আজ আমরা গণতন্ত্র উদযাপন করছি।

আপনারা খেয়াল করে থাকতে পারেন, যুক্তরাষ্ট্রের জন্মদিন আমরা একটু আগেই পালন করছি। আজ ২৮শে মে; ৪ঠা জুলাই নয়। আজ এখানে আমরা কোন তারিখ নয়, বরং গণতন্ত্রকেই উদযাপন করছি। আর এটিই যথাযথ যে আমরা গণতন্ত্র উদযাপন করি।

এ বছরটি যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য একটি পরিবর্তনের বছর। বছর শেষ হবার আগেই নতুন নেতৃত্ব খুঁজতে দু'টি দেশেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের সরকাররা ভবিষ্যৎ পথ বিনির্মাণে জনগণের সম্মতি চাইবে।

কোন গণতান্ত্রিক দেশের জন্য এই পথ নির্মাণ কখনোই সহজ ছিল না। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র-পরবর্তী 'আর্টিকেল্‌স অব কনফেডারেশন' যার ভিত্তিতে প্রথম কয়েক বছর যুক্তরাষ্ট্র শাসিত হয় তা আমেরিকায় গণতন্ত্রের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হয়। বছরের পর বছর ধরে কঠিন আলোচনা ও বেদনাদায়ক সমঝোতার পর ১৭৮৭ সালে "আরো নিখুঁত একটি ইউনিয়ন গঠনকল্পে" যুক্তরাষ্ট্রে একটি সংবিধান গৃহীত হয়। যারা এই সংবিধানে স্বাক্ষর করেন এবং যেসব রাজ্য এটি অনুমাদন করে তারা কেউই ঠিক যা চেয়েছিল তার সবকিছুই হয়তো পায়নি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ একটি সংবিধান পেল যা আমেরিকায় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করল।

পরবর্তীতে, দেশের সর্বোচ্চ নিগৃহীত জনগোষ্ঠী তথা ক্রীতদাসরা আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকারের সুফল পাবে কি না তা নির্ধারণ করতে যুক্তরাষ্ট্রে একটি রক্তাক্ত ও তিক্ত গৃহযুদ্ধ হল। গৃহযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তার 'দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণে' স্বীকার করেন যে, ক্রীতদাস প্রথার পক্ষে-বিপক্ষের কারো চাওয়া-পাওয়াই সমভাবে পূরণ করা গেল না এবং সবার চাওয়াই একটু হলেও অসম্পূর্ন রয়ে গেল।

যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অন্য যেখানেই হোক গণতন্ত্র সর্বদাই একটি অগ্রসরমান কর্মপ্রক্রিয়া।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই প্রবাদ ব্যতিক্রম নয় যে, গণতন্ত্র একটি অগ্রসরমান কর্মপ্রক্রিয়া। আগামী ছয় মাসের মধ্যেই নির্ধারিত হবে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে সঙ্গে নিয়ে তার ভবিষ্যতের মুখোমুখি হবে কিনা যে সরকার হবে তার সংবিধানের প্রারম্ভে উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। যেমন যে সমাজে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা, সাম্য ও সুবিচার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। শেষপ্রায় বিশাল ভোটার নিবন্ধন কর্মসূচি এই অগ্রগতির প্রমাণ। এছাড়া, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুরু হওয়া আলোচনাও এই অগ্রগতির স্বাক্ষ্য বহন করে।

আগামী মাসগুলোতে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ ও সমঝোতা হবে কষ্টসাধ্য। অন্য যে কোন দেশের মত বাংলাদেশেও দলীয় রাজনীতিকে দূরে রেখে জনগণের কথা চিন্তা করে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এটি হবে কঠিন একটি কাজ। বাংলাদেশের বিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতারা ঠিক এ কাজটি করেই ইতিহাসে তাদের স্থান করে নিতে পারেন।

কখন ও কিভাবে জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়া যায় সে বিষয়ে একমত ও সমঝোতায় পৌঁছানো হবে কঠিন কাজ। রাজনৈতিক প্রচার শুরুর আগে জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়া হলেই কেবল কেউ বিশ্বাস করবে যে, নির্বাচনের ফলাফলে বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।

একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণের পাশে রয়েছে। আপনারা চাইলে যেখানে সম্ভব আমরা সহযোগিতা করবো। গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনে বাংলাদেশীরা অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করবে।

এই প্রক্রিয়ায় কঠোর শ্রম ও সমঝোতা দিয়ে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল ও ভোটারের গঠনমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশটি উজ্জলতর একটি গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রেও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এ বছরের বাছাই-পর্ব নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক আমেরিকান ভোট দিয়েছে। প্রত্যেক বয়স, গোত্র, বর্ণ ও বিশ্বাসের মানুষ সারা দেশ থেকে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে।

আজ রাতে আমরা গণতন্ত্র উদযাপন করছি। আজ রাতে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জন্মদিন উদযাপন করছি। ঈশ্বর আমেরিকার সহায় হোন।

আপনাদের সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ। আপনারা অনুষ্ঠান উপভোগ করুন।

==========

**** বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত***

জিআর/২০০৮

দ্রষ্টব্য: *এই বক্তৃতার ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *) যোগাযোগ করুন।*